দৈনিক
ইত্তেফাক

16 JUL 2016
পৃষ্ঠা ৩ কলাম

সীতাকুণ্ড (চট্টগ্রাম) : সীতাকুণ্ড বিশ্ববিদ্যালয় কলেজকে জাতীয়করণের দাবিতে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মানববন্ধন —ইত্তেফাক

কলেজ সরকারিকরণের দাবিতে বিক্ষোভ সমাবেশ

■ ইত্তেফাক ডেস্ক

দেশের বিভিন্ন স্থানে কলেজ সরকারিকরণের দাবিতে শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা প্রধানমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি পেশ, মানববন্ধন ও বিক্ষোভ সমাবেশসহ বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করেছে। ইত্তেফাক প্রতিনিধি ও সংবাদদাতাদের পাঠানো খবর।

সীতাকুণ্ড (চট্টগ্রাম) : সীতাকুণ্ড বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ (ডিগ্রি কলেজ) সরকারিকরণের দাবিতে মানববন্ধন ও সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। সরকার প্রকাশিত দ্বিতীয় তালিকায় উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের নাম না থাকায় উপজেলার জনগণ বিক্ষোভে ফুঁসে উঠছে। ১৯৬৮ সালে কলেজটি প্রতিষ্ঠিত। এ সময় উপস্থিত ছিলেন কলেজের কলেজ অধ্যক্ষ আফাজ উদ্দিন, উপাধ্যক্ষ এসএম মো. ইকবাল, অধ্যাপক বলরাম ভৌমিক, প্রাক্তন ছাত্র পৌর কাউন্সিলর শফিউল আলম মুরাদ, প্রভাষক শামীমা হকসহ মান্যগণ্য ব্যক্তিবর্গ। মানববন্ধনে উপস্থিত ছিলেন, পৌরসভা মেয়র বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ মো. বদিউল আলম, সৈয়দপুর ইউনিয়ন চেয়ারম্যান এএইচএম তাজুল ইসলাম নিজামী, প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি সৈয়দ ফোরকান আবু, প্যানেল মেয়র বাবু হারাধন, কাউন্সিলর জুলফিকার আলী শামীম, দিদারুল আলম এ্যাপোল প্রমুখ।

বাবুগঞ্জ (বরিশাল) : বাবুগঞ্জ উপজেলার বাবুগঞ্জ ডিগ্রি কলেজ থেকে ১০ কিলোমিটার দূরে আবুল কালাম ডিগ্রি কলেজ জাতীয়করণ করেছে। কিন্তু বাবুগঞ্জ ডিগ্রি কলেজ সরকারি নীতিমালা শর্ত পূরণ থাকা সত্ত্বেও জাতীয়করণ করা হয়নি। জাতীয়করণের দাবিতে গত বৃহস্পতিবার সকাল ১১টায় কলেজ ক্যাম্পাস থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল উপজেলার প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে। পরে বাবুগঞ্জ প্রেসক্লাবের সামনে বরিশাল-মীরগঞ্জ মহাসড়কে মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়। এ সময় বক্তব্য রাখেন, কলেজের অধ্যক্ষ আ ক মো. মিজানুর রহমান, উপাধ্যক্ষ মকবুল হোসেন, সহকারী অধ্যাপক অসীম কুমার সমদ্দার, সহকারী অধ্যাপক এসএম খলিকুর রহমান, প্রভাষক গোলাম সরোয়ার, প্রভাষক জাকির হোসেন, প্রভাষক এজাজ হাসান, প্রভাষক মু. আলী হোসেন প্রমুখ। বক্তারা বাবুগঞ্জ ডিগ্রি কলেজ জাতীয়করণের দাবিতে প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করেন।

মোরেলগঞ্জ (বাগেরহাট) : মোরেলগঞ্জ উপজেলার ঐতিহ্যবাহী সিরাজউদ্দিন মেমোরিয়াল (অনার্স) ডিগ্রি কলেজকে জাতীয়করণের দাবি জানিয়ে গত বুধবার সাড়ে ১১টায় অধ্যক্ষ মো. শাহাবুদ্দিন তালুকদারের নেতৃত্বে কলেজের ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-কর্মচারীসহ উপজেলা ও এলাকার সুধীজন মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করে। ১৯৬৮ সালে প্রতিষ্ঠিত এবং উপজেলা ও পৌর সদরে অবস্থিত। ৭ একর জমিতে ৫টি একাডেমিক ভবন, ছাত্র-ছাত্রী হোস্টেল, খেলার মাঠ, উন্নত লাইব্রেরি চারটি বিষয়ে অনার্সসহ কলেজটিতে রয়েছে সাড়ে তিন হাজার ছাত্র-ছাত্রী।

সরিষাবাড়ী (জামালপুর) : সরিষাবাড়ী কলেজকে জাতীয়করণ না করায় ও প্রধানমন্ত্রীর দেওয়া প্রতিশ্রুতি পূরণ না হওয়ায় বুধবার সকালে প্রতিবাদ সমাবেশ ও সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। পৌরসভার আরামনগর বাজারস্থ সরকার মার্কেট প্রাঙ্গণে বুধবার সকালে সরিষাবাড়ী সচেতন নাগরিক সমাজের আয়োজনে সংবাদ সম্মেলনে লিখিত প্রতিবাদলিপি পাঠ করেন উপজেলা চেয়ারম্যান ফরিদুল কবির তালুকদার শামীম। উপজেলার ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরিষাবাড়ী কলেজ ১৯৬৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। উপজেলা পরিষদ সংলগ্ন প্রাচীন এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনার্সসহ বিভিন্ন কোর্সে বর্তমানে প্রায় সাড়ে ৪ হাজার শিক্ষার্থী অধ্যয়ন করছে। লেখাপড়ার পাশাপাশি খেলাধূলা, সাংস্কৃতিক, রোভার স্কাউট, বিএনসিসির মতো কারিকুলামে এ প্রতিষ্ঠানের বেশ খ্যাতি রয়েছে। এ প্রতিষ্ঠানের রয়েছে বিশাল খেলার মাঠ, লাইব্রেরি, মসজিদ, আইসিটি ল্যাব, ছাত্রাবাস, অধ্যক্ষের বাসভবনসহ প্রয়োজনীয় অবকাঠামো।

মির্জাপুর (টাঙ্গাইল) : মির্জাপুর উপজেলায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজসহ ৫৪টি মাধ্যমিক স্কুল ও সাতটি কলেজের মধ্যে একটি প্রতিষ্ঠানও সরকারি জাতীয়করণ ঘোষণা না হওয়ায় এলাকার সচেতন মহল এবং শিক্ষক-কর্মচারীদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ বিরাজ করছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় গত কয়েক দিনের মধ্যে দুই ধাপে সারাদেশে ১৯৯টি কলেজ ও ৭৯টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ ঘোষণা করেছেন। সারাদেশে প্রতিটি উপজেলায় ২৭৮টি স্কুল ও কলেজ জাতীয়করণ ঘোষণা করা হলেও মির্জাপুর উপজেলায় একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং একটি কলেজও এই তালিকায় না থাকায় এলাকায় বিরুপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে।

মির্জাপুর বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের অধ্যক্ষ মো. সালাউদ্দিন আহমেদ বাবর বলেন, কি কারণে আমাদের কলেজ জাতীয়করণ ঘোষণা হলো না আমরা তা বুঝতে পারছি না। একই মন্তব্য করলেন মির্জাপুর এসকে পাইলট মডেল উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রফিকুল ইসলাম মিঞা।

টাঙ্গাইল-৭ (মির্জাপুর) আসনের সংসদ সদস্য ও সড়ক পরিবহন এবং সেতু মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি ও মির্জাপুর বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ গভর্নিং বডির সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ মো. একাব্বর হোসেন বলেন, কলেজের অধ্যক্ষসহ কয়েকজন শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিদের সঙ্গে নিয়ে আমি শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেছি। তিনি পরবর্তী তালিকায় মির্জাপুর থেকে একটি কলেজ ও একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ ঘোষণার আশ্বাস দিয়েছেন।

মুরাদনগর (কুমিল্লা) : মুরাদনগর উপজেলার শ্রীকাইল কলেজ সরকারিকরণ না হওয়ায় জনমনে হতাশা ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

স্বাধীনতার পর থেকে বিভিন্ন সময়ে এ কলেজে সফরকালে রাষ্ট্রপতি, উপ-রাষ্ট্রপতি এবং ১৯৯৪ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া, ১৯৯৬ সালে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং ১৯৯৮ ও ২০০১ সালে নির্বাচনী প্রচারণায় এসেও কলেজটিকে সরকারিকরণের প্রতিশ্রুতি দিলেও অজ্ঞাত কারণে এ পর্যন্ত সরকারিকরণ করা হয়নি।

কলেজের অধ্যক্ষ গৌরাঙ্গ পোদ্দার জানান, পূর্বে নানা প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেলেও অজ্ঞাত কারণে তা বাস্তবায়ন হয়নি। এবারো না হওয়াতে বেদনায় নীল হয়ে গেলাম।